

খুতবা জুম'আ

রমযান মাসের সাথে কুরআনের এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এ মাসেই রোযা রাখার পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াত করা, কুরআনে প্রণিধান করা, এর আদেশ-নিষেধখুঁজে বের করে তার ওপর আমল করার চেষ্টা করা উচিত যেন আল্লাহ তা'লার আদেশ নিষেধ মেনে আমরা রমযানের রোযাপ্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারি। প্রত্যেক ব্যক্তি কুরআনের অর্থের গভীরে পৌঁছাতে পারে না তাই পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও অনুবাদ পাঠের পাশাপাশি, যা সে নিজেই পড়তে পারে জামা'তের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মসজিদে যেখানে যেখানে দরসের ব্যবস্থা আছে, তা থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এছাড়া এম,টি,এ -তে নিয়মিত দরসের ব্যবস্থা আছে-তা থেকেও লাভবান হওয়া আবশ্যিক।

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ)

কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ হতে প্রদত্ত ১০ মে ২০১৯-এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হযরত আনোয়ার (আইঃ) বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۚ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝

এই আয়াতগুলোর অর্থ হলো- হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ওপরও রোযা রাখা সেভাবেই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমারা তাকওয়া অবলম্বন কর, আর আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাক। অতএব তোমরা রোযা রাখ হাতে গোণা কয়েক দিন। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকে তার অন্যান্য দিনে রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। আর যারা এর অর্থাৎ রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে না তাদের জন্য সামর্থ্য থাকলে ফিদিয়াস্বরূপ একজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো আবশ্যিক। অতএব যে ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্যের সাথে কোন পুণ্যকর্ম করে, তা তার জন্য উত্তম। আর যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, তোমাদের রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম। রমজান মাস হলো সেই মাস যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, সেই কুরআন যা সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়েতরূপে প্রেরিত হয়েছে, অথবা যাতে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা স্পষ্ট যুক্তি ও প্রমাণাদিতে সমৃদ্ধ, এমন যুক্তি-প্রমাণ যা সঠিক পথের দিশা দেয়। আর একইসাথে পবিত্র কুরআনে ঐশী নিদর্শনও রয়েছে। তাই তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি এই মাসকে এই অবস্থায় পায় যে, সে অসুস্থও নয় আর মুসাফিরও নয়, তার উচিত সে যেন এতে রোযা রাখে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ বা সফরে থাকে তার জন্য অন্যান্য দিনে এই গণনা পূর্ণ করা আবশ্যিক হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য বা সহজসাধ্যতা চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। আর এই আদেশ তিনি এ জন্য দিয়েছেন যেন তোমরা কষ্টের সম্মুখীন না হও এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর, আর এজন্য আল্লাহ তা'লার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর কেননা তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন, এবং যেন তোমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আর হে রসূল! আমার বান্দারা যখন তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন বল, আমি তাদের নিকটেই রয়েছি। প্রার্থনাকারী যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে তখন আমি তার প্রার্থনা গ্রহণ করি। সুতরাং সেই প্রার্থনাকারীদেরও উচিত তারা যেন আমার আদেশ মান্য করে এবং আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, যেন তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়।

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'লা রোযার আবশ্যিকতা, এর গুরুত্ব, এই মাসে মু'মিনদের দায়িত্বাবলী এবং দোয়া কিভাবে গৃহীত হতে পারে-তা বর্ণনা করেছেন। তিনি এমন একটি মাস আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন যাতে খোদাতা'লা বান্দার সবচেয়ে কাছে এসে যান আর শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করেন। অতএব যেখানে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্য এত বেশি কৃপা ও অনুগ্রহের দ্বার খোলা হচ্ছে সেখানে আমাদের কত সচেতনতার সাথে আল্লাহ তা'লার নির্দেশ মান্য করে যথাযথভাবে রোযা রাখার চেষ্টা করা উচিত! মহা নবী (সা.) এক উপলক্ষ্যে বলেন, তোমাদের যদি জানা থাকে যে, রমজানে কী কী কল্যাণরাজি অন্তর্নিহিত আছে আর আল্লাহ তা'লা কীভাবে এবং কতটা তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হন তাহলে তোমরা এই বাসনা করতে যেন সারা বছরই রমজান হয়। পুরো বছর জুড়েই যেন আমরা আল্লাহ তা'লার কৃপা লাভ করতে থাকি। অতএব আল্লাহ তা'লা আমাদেরই উপকারার্থে আমাদের জন্য রোযা

বিধিবদ্ধ করেছেন। আধ্যাত্মিক এবং জাহিক সকল প্রকার কল্যাণ আমরা রোযার মাধ্যমে লাভ করতে পারি। এখন তো অমুসলিম ডাক্তাররাও এ কথার স্বীকার করছে, পূর্বে তাদের সংখ্যা দু'একজন ছিল, এখন এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, যে, রোযার মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর সুখকর প্রভাব পড়ে। বরং কতিপয় অমুসলিম এখন এ কথা লিখতে আরম্ভ করেছে যে, রোযার মাধ্যমে মানুষের জীবনে শৃঙ্খলাও সৃষ্টি হয়। যাহোক এই জগৎপূজারীরা বলুক বা না বলুক, এক প্রকৃত মু'মিনের এই অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, রোযা যেখানে এক মু'মিনের জাহিক অবস্থাকে উন্নত করে সেখানে তার চেয়ে আরো অনেক বেশি আধ্যাত্মিকভাবেও তার অবস্থায় উন্নতি সাধনের কারণ হয়। অতএব আমাদের আল্লাহ তা'লার এই আদেশের ওপর আমল করে রমজান মাসে নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থায় উন্নতি সাধনের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। এই আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'লা যেসব বিষয় বর্ণনা করেছেন সেগুলো হলো, প্রত্যেক মু'মিন এবং প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমানের জন্য রোযা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনাহারে কাটানোর নাম রোযা নয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, এর (অর্থাৎ রোযার) মাধ্যমে খোদা তা'লার ইচ্ছা হলো এক খাবার কমিয়ে অপর খাবার বৃদ্ধি কর। রোযাদারের সর্বদা এটি দৃষ্টিপটে থাকা উচিত যে, এর (অর্থাৎ রোযার) অর্থ শুধু এটিই নয় যে, অনাহারে থাকবে, বরং তার খোদা তা'লার স্মরণে মগ্ন থাকা উচিত যেন তাবাতুল ও ইনকিতা অর্জন হয়, অর্থাৎ খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক এবং তাঁর ইবাদত ও স্মরণের ক্ষেত্রে মানুষ যেন উন্নতি করে আর জগতের প্রতি আকর্ষণ যেন হ্রাস পায়। জাগতিক কাজকর্ম তো লেগেই থাকে, সেগুলো থেমে যায় না, কিন্তু তা করার সময়ও যেন খোদা তা'লাকে স্মরণ রাখা হয়, তাঁর নির্দেশাবলীর প্রতি দৃষ্টি থাকে, তাঁর স্মরণ যেন অব্যাহত থাকে। তিনি বলেন, অতএব রোযার উদ্দেশ্য হলো, মানুষের এক খাবার যা দেহের লালন করে তা পরিত্যাগ করে অপর খাবার হস্তগত করা যা আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির কারণ হয়। যারা কেবল প্রথাগতভাবে নয় বরং শুধুমাত্র খোদার খাতিরে রোযা রাখে তাদের উচিত আল্লাহ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন এবং একত্ববাদের ঘোষণায় ব্যাপ্ত থাকা।

তাকওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে লিখেন- মুত্তাকী হওয়ার জন্য আবশ্যিক হলো বড় বড় পাপ যেমন- ব্যভিচার, চুরি, অধিকার হরণ, লোকদেখানো, কৃত্রিমতা, আত্মশ্লাঘা, মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, কৃপণতা ইত্যাদি পরিত্যাগের ক্ষেত্রে দৃঢ়চিত্ত হওয়া, অর্থাৎ এই যে মন্দ বিষয় সমূহ রয়েছে এগুলো পরিত্যাগের ক্ষেত্রে দৃঢ়চিত্ত হওয়া, আর নোংরা বা হীন অভ্যাস পরিত্যাগ করে এর বিপরীতে মহান নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে উন্নতি করা, অর্থাৎ প্রশংসনীয় স্বভাব চরিত্রের অধিকারী হওয়া। মানুষের সাথে দয়র্দ্র আচরণ করা, তাদের প্রতি দয়া, সদ্যবহার ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা। উন্নত জাতিক গুণাবলী অর্জন করা। খোদা তা'লার প্রতি সত্যিকার বিশ্বস্ততা ও একনিষ্ঠতা প্রদর্শন করা। এটিও তাকওয়ার জন্য এবং আধ্যাত্মিকতার জন্য আবশ্যিকীয় যেন আল্লাহ তা'লার সাথে সত্যিকার বিশ্বস্ততা থাকে এবং সত্যিকার সম্পর্ক থাকে। সেবার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় মর্যাদায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'লার অধিকারের বিষয়টিও এর অন্তর্গত অর্থাৎ আল্লাহ তা'লার আদেশ-নির্দেশ পালন করা, একইসাথে মানুষের সাথে সম্পর্ক এবং তাদের সেবার বিষয়টিও এর অধীনে আসে। অর্থাৎ সেবা যেন এমন নিঃস্বার্থ হয় যা দেখে মানুষ বলবে যে, আসলেই খোদা তা'লার খাতিরে সেবা করছে। কোন প্রকার ব্যক্তিস্বার্থ যেন না থাকে। তিনি বলেন, এসব বিষয়ের মাধ্যমেই মানুষ মুত্তাকী হিসেবে অভিহিত হয়। আর যাদের মাঝে এসব গুণাবলী পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে অর্থাৎ যারা এসব ? বৈশিষ্ট্যকে সমবেত করে তারাই প্রকৃত মুত্তাকী হয়ে থাকে। অর্থাৎ কারো মাঝে যদি বিচ্ছিন্নভাবে এসব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় তাহলে তাকে মুত্তাকী বলা যাবে না, যতক্ষণ উন্নত নৈতিক গুণাবলী সামগ্রিকভাবে তার মাঝে সৃষ্টি না হবে। আর এমন ব্যক্তিদের জন্যই বলা হয়েছে ?

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ

হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তাদের হাত হয়ে যান যার দ্বারা তারা ধরে। তাদের চোখ হয়ে যান যার দ্বারা তারা দেখে। তাদের কান হয়ে যান যার দ্বারা তারা শোনে। তাদের পা হয়ে যান যার মাধ্যমে তারা চলে।

হযরত আবু হুরায়রার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'লা বলেন, রোযা ব্যতিরেকে মানুষের প্রতিটি কর্ম তার নিজের জন্য হয়ে থাকে। অতএব রোযা আমার উদ্দেশ্যে রাখা হয়। আল্লাহ তা'লা বলেন, মানুষ আমার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখে। যারা প্রকৃত মু'মিন তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখে। আল্লাহ তা'লা আরো বলেছেন, যে আমার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখে আমি এর প্রতিদান হয়ে যাই বা আমি তাকে নিজের পক্ষ থেকে যা ইচ্ছা প্রতিদান দেব। আল্লাহ তা'লা বলেন, আর রোযা হলো বর্ম। তোমাদের কেউ যদি রোযা রাখে তাহলে সে যেন কামোদ্দীপক কথাবার্তা এবং গালমন্দ করা থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ কোন প্রকার কামোদ্দীপক কথাবার্তা যেন না হয় এবং গালমন্দ যেন না করে। কেউ তাকে গালি দিলে বা তার সাথে কেউ ঝগড়া করলে তার প্রত্যুত্তরে বলা উচিত যে, আমি রোযা রেখেছি। আমি কোন প্রকার বাজে বিষয়ে জড়াব না। এটি বর্ণনা করার পর তিনি (সা.) বলেন, সেই সত্তার কসম, যার নিয়ন্ত্রণে মুহাম্মদ (সা.) এর প্রাণ রয়েছে, রোযাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহর দৃষ্টিতে কস্তুরির চেয়ে বেশি পছন্দনীয়। অর্থাৎ কস্তুরির সৌরভ থেকে উত্তম। মহানবী (সা.) যে বলেছেন, এই মাসে শয়তান শিকলাবদ্ধ হয়ে যায়, তাকে বেঁধে দেয়া হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠে যে, রমজান মাসেও পৃথিবীতে পাপ কেন হয়? রোযা তাদের জন্য ঢালের কাজ দেয়, শয়তানের হামলা থেকে তাদের রক্ষা করা হয় যারা রোযার প্রকৃত মর্ম বুঝে তাকওয়া অবলম্বন করে। সুতরাং এটি রোযার সেই উদ্দেশ্য যা আমাদের সব সময় নিজেদের সামনে রাখা উচিত।

আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তা অর্জনের তৌফীক দিন আর স্বীয় ক্ষমা ও মাগফিরাতের চাদরে আবৃত রাখুন। পুনরায় তোমরা কোন্ পরিস্থিতিতে রোযা ছাড়তে পার, পরবর্তী আয়াতগুলোতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তা বলার পূর্বে খোদা তা'লা এটি স্পষ্ট করেছেন যে, আমি রোজার প্রতিদান হয়ে যাই আর মু'মিনদেরকে বিশেষভাবে ক্ষমা করার ব্যবস্থা করি। তাই এই ধারণা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় যে, আমরা রোজা রেখে অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করছি যার কারণে আল্লাহ তা'লার দয়া, ক্ষমা ও ক্ষমার চাদর আমাদের ওপর বিস্তৃত করা হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে,

খোদার দয়া ও স্নেহ বিস্তৃত করা হয়েছে। কিন্তু এটি তেমন কোন বড় কুরবানী নয়। সেহরীর সময়ও আমরা পেট ভরে খেয়ে নেই আর ইফতারীর সময়ও প্রত্যেকেই পছন্দ অনুযায়ী খেয়ে নেয়। এটি স্থায়ী কোন কুরবানী নয়। বছরে হাতে গোণা কয়েকটি দিন মাত্র। কেউ কেউ রোযা রেখে বড় গর্বের সাথে বলে যে, আমরা রোযা রেখেছি। স্মরণ রাখবেন, এটি বড় কোন কুরবানী নয় যা প্রকাশ করতেই হবে। বরং সত্যিকার মু'মিন বড় থেকে বড় কুরবানী করেও ভয়পায় যে, খোদা কখন ও কীভাবে সম্ভব হবেন। প্রকাশ করা তো দূরের কথা, আল্লাহ তা'লা বলেছেন হাতে গোণা কয়েকটি দিন মাত্র। বছরের বারো ভাগের একভাগ। তাই এটি বড় কোন কুরবানী নয়। পুনরায় বলেন, এতে আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় করুণায় ভূষিত করছেন। এ দিনগুলোতেও অর্থাৎ হাতে গোণা এ কয়েকটি দিনে তোমরা যদি অসুস্থ হয়ে পড় বা সফর আসে তাহলে এদিনগুলোতে রোজা রাখার বিষয়ে ছাড় রয়েছে। কিন্তু ছুটে যাওয়া রোযার এই সংখ্যা বছরের যে কোন সময় পূর্ণ করতে হবে। কোন অজুহাত নয়, বরং যারা চিররোগী অর্থাৎ যদি ডাক্তার বলে থাকে যে, রোযা রাখবেনা, তাহলে যদি সামর্থ্য থাকে একজন মিসকীনকে রোযা রাখাও। সামর্থ্য থাকলে এটি করা আবশ্যিক। অবশ্য কেউ যদি আর্থিক দিক থেকে এতটা অসচ্ছল হয়ে থাকে যে, তার নিজেরই জীবন অতিবাহিত হয় সদকা এবং অন্যের সাহায্যের মাধ্যমে, তাহলে ভিন্ন কথা। বাকি সবার জন্য নিজে যা খায় অনুরূপ খোরাক সরবরাহ করে একজন মিসকীনকে রোযা রাখানো আবশ্যিক। হ্যাঁ যদি এর বেশি সামর্থ্য থাকে তাহলে ফিদিয়াও দিয়ে দাও, আর একইসাথে রোযাও রাখ। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ তা'লা কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতীত ভার দেন না। তিনি বলেন, সাধ্য অনুসারে যতটা সামর্থ্য আছে, নিজে যা পানাহার কর সে অনুযায়ী অতীতের জন্য ফিদিয়া দিয়ে দাও আর ভবিষ্যতের জন্য অঙ্গীকার কর যে, অবশ্যই সব রোযা রাখব।

পুনরায় আল্লাহ তা'লা এই আয়াতে বলেন যে, যে পুণ্যকর্মই তোমরা পূর্ণ আনুগত্যের সাথে কর, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহর নির্দেশ মনে করে কর, আল্লাহ তা'লা এর ভালো ফলাফল সৃষ্টি করবেন। এই আয়াতের শেষে আল্লাহ তা'লা পুনরায় বলেন, তোমাদের রোযা রাখা তোমাদের জন্য সকল অর্থে উত্তম। এর পরের আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন, এ মাসেই আমরা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের জন্য হেদায়েত লাভের কারণ আর স্পষ্ট ও উজ্জ্বলপ্রমাণাদি ও নিদর্শনে সমৃদ্ধ। অতএব রমযান মাসের সাথে কুরআনের এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এ মাসেই রোযা রাখার পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াত করা, কুরআনে প্রণিধান করা, এর আদেশ-নিষেধখুঁজে বের করে তার ওপর আমল করার চেষ্টা করা উচিত যেন আল্লাহ তা'লার আদেশ নিষেধ মেনে আমরা রমযানের রোযাপ্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারি। প্রত্যেক ব্যক্তি কুরআনের অর্থের গভীরে পৌঁছতে পারে না তাই পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও অনুবাদ পাঠের পাশাপাশি, যা সে নিজেই পড়তে পারে জামা'তের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মসজিদে যেখানে যেখানে দরসের ব্যবস্থা আছে, তা থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এছাড়া এম,টি,এ -তে নিয়মিত দরসের ব্যবস্থা আছে-তা থেকেও লাভবান হওয়া আবশ্যিক। এম,টি,এ-তে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর দরস সম্প্রচারিত হচ্ছে। মহানবী (সা.)-এরও নির্দেশ এটিই যে, এ মাসে অধিক হারে কুরআন করিম তিলাওয়াত কর। বছরের অন্য সময়েও এক আহমদীর কুরআন পাঠের দিকে অনেক বেশি মনোযোগী হওয়া উচিত কিন্তু রমযানে বিশেষভাবে এর ব্যবস্থা করা আবশ্যিক। অন্যথায় কেবল রোযা রাখা অর্থহীন। বিশেষভাবে আল্লাহ তা'লা এ মাসে কুরআন অবতীর্ণ হবার কথা উল্লেখ করেছেন। আর মহানবী (সা.) বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন। আমরা সৌভাগ্যবান কেননা আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এ যুগে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসকে মান্য করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। যিনি আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের নিগূঢ় তত্ত্ব ও গভীর মম আর তফসির এবং অর্থের নতুন নতুন দিক সম্পর্কে অবহিত করেছেন সেখানে এর উপর আমল করা এবং কুরআনে করিমকে সম্মান করা এবং তা তিলাওয়াত এবং এতে প্রণিধান করার দিকেও বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন আর বলেছেন, এর তিলাওয়াত এবং এর ওপর আমলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত আর আমাদের নিজেদের অবস্থার মাঝে কী ধরনের পরিবর্তন সাধন করতে হবে তাও অবহিত করেছেন।

হযরত মসীহে মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, বাহ্যিক জ্ঞান এবং কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মাঝে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। জাগতিক যে জ্ঞান আর কুরআনের জ্ঞান -উভয়ের মাঝে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। জাগতিক ও গতানুগতিক জ্ঞান অর্জন তাকওয়ার সাথে শর্তসাপেক্ষ নয়। আরবী ব্যাকরণ, চিকিৎসা শাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি পড়ার জন্য তাকওয়া আবশ্যিক নয়। যেমন আরবী ব্যাকরণ পড়ে নিলাম, পদার্থবিদ্যা পড়লাম, জ্যোতির্বিদ্যা পড়লাম, বা চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি পড়ার জন্য তাকওয়াথাকা আবশ্যিক নয় অথবা তার নামায রোযায় নিয়মানুবর্তী হওয়া আবশ্যিক নয়। এ কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, কুরআন বোঝার জন্য নিয়মিত নামায, রোযা ও ইবাদত করা আবশ্যিক। তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করাও আবশ্যিক।

তিনি (আ.) বলেন, ঐ ক্ষেত্রে নিয়মিত নামায পড়া বা রোযা রাখা আবশ্যিক নয়, ঐশী আদেশ ও নিষেধকে সর্বদা দৃষ্টিতে রাখাও আবশ্যিক নয়। তথা আল্লাহ তা'লা যা করার আদেশ দিয়েছেন এবং যেগুলো করতে আল্লাহ তা'লা বারণ করেছেন তা সর্বদা দৃষ্টিতে রাখা। অর্থাৎ এটি সাধারণ মানুষের জন্য আবশ্যিক নয় কিন্তু কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার জন্য এগুলো আবশ্যিক। সার কথা হলো জাগতিক জ্ঞান অর্জনের জন্য (তাকোয়া) আবশ্যিক নয় কিন্তু কুরআন পাঠ বা কুরআনের করিমের জ্ঞান লাভের জন্য আল্লাহর সকল আদেশ এবং নিষেধকে মানুষের জন্য সামনে রাখা আবশ্যিক। তিনি (আঃ) বলেন, নিজেদের সকল কথা এবং কর্ম আল্লাহ তা'লার নির্দেশাবলীর অধীনস্থ রাখা উচিত। বরং অনেকসময় দেখা গেছে, জাগতিক জ্ঞানের বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং জাগতিক জ্ঞান অশ্বেষী নাস্তিকতার শিকার হয়ে সকল প্রকার পাপাচারে লিপ্ত থাকে।

এরপর তিনি বলেন, রোযার দিনগুলো বিশেষভাবে আল্লাহ তা'লার মহিমা কীর্তন ও যিকরে এলাহী এবং ইবাদতবন্দেগিতে অতিবাহিত কর। আর এ বিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যে, আল্লাহ তা'লা তোমাদের জন্য হেদায়েতের এমন সুমহান গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যা পরিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ হেদায়েত। প্রকৃত কৃতজ্ঞতা তখনই প্রকাশ সম্ভব যদি

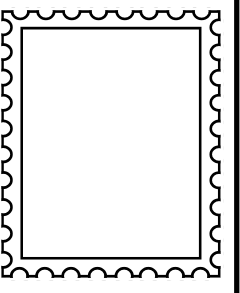
আমরা তাকে কর্মে রূপায়ন করি। এরপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেন, আমার বান্দা, আমার অশ্বেষী, আমার সন্ধানে বিশেষভাবে প্রশ্ন করে। রমযান মাসে এই অশ্বেষণে আরো এগিয়ে যায়; (এর উত্তর হলো) আমি নিকটে আছি, আমি তাদের ডাক শুনছি। বিশুদ্ধচিত্তে আমার কাছে যাচনা করলে আমি প্রার্থনা গ্রহণও করি। কিন্তু আল্লাহ তা'লা বলেন দোয়া কবুল করানোর জন্য আবশ্যিক হলো, প্রার্থনাকারীও যেন আমার কথা মান্য করে, আমার নির্দেশ শিরোধার্য করে, আমার প্রতি ঈমানকে যেন সুদৃঢ় করে। এই যে অভিযোগ, আমরা তো দোয়া করি, আমরা অনেক দোয়া করেছি কিন্তু আল্লাহ তা'লা গ্রহণ করেন নি। কতিপয় মানুষের পক্ষ থেকে কিছুদিন পরই এই অভিযোগ আরম্ভ হয়ে যায়। আমরা যদি আল্লাহ তা'লার নির্দেশনা না মানি, তাতে আমল না করি, আল্লাহ তা'লার কাছে তার ভালোবাসা যাচনা না করি, তার প্রকৃত বান্দা না হই, শুধু বিপদের সময় আসি বা কোন সমস্যার সময়ই তাকে ডাকি এবং এরপর ভুলে যাই, তাহলে এই অভিযোগ করার কী অধিকার আছে যে, আল্লাহ তা'লা আমাদের দোয়া গ্রহণ করেন নি? সুতরাং সর্বপ্রথম আমাদের নিজেদেরকে শুধরাতে হবে।

তিনি বলেন, দোয়াকারীদের খোদা নিদর্শন দেখাবেন এবং যাচনাকারীদেরকে এক অলৌকিক নেয়ামত দান করা হবে। দোয়া খোদার পক্ষ থেকে আসে আর খোদার দিকেই ফিরে যায়। দোয়ার ফলে খোদা এতটা নিকটে এসে যান যেমনটি তোমাদের প্রাণ তোমাদের কাছে আছে। দোয়ার প্রথম পুরস্কার স্বরূপ মানুষের ভিতর পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি বলেন, মোটকথা দোয়া সেই মহেব্ব্বশ্ব যা এক মুষ্টি ধূলোকে পরশমনি বানিয়ে দেয় এবং এটি এক প্রকার পানি যা অভ্যন্তরীণ নোংরামিকে বিদৌত করে। সেই দোয়ার মাধ্যমে আত্মা বিগলিত হয় এবং পানির মত প্রবাহিত হয়ে আল্লাহর আস্তানায় পতিত হয়। এটি খোদার সমীপে দণ্ডায়মান হয় এবং রুকু ও সিজদাও করে। এরই প্রতিচ্ছবি সেই নামায যা ইসলাম শিখিয়েছে। রুহের দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ হলো, তা খোদার সম্ভৃষ্টির জন্য সকল সমস্যা সহ্য করা এবং নির্দেশ মানার বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ততা প্রকাশ করে। এর রুকু করা বা ঝুঁকার অর্থ হলো, তা সকল ভালোবাসা এবং সম্পর্কে ছিন্ন করে খোদার পানে বিনত হয় এবং খোদার হয়ে যায়। আর আত্মার সিজদা করা হলো, তা খোদার আস্তানায় পতিত হয়ে নিজেই সম্পূর্ণভাবে বিলীন করে দেয়, নিজ সত্তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় অর্থাৎ আপনঅস্তিত্বের ছাপকে মিটিয়ে দেয়।

এটিই সত্যিকারের নামায যা খোদার সাথে মিলিত করে আর ইসলামী শরীয়ত এর চিত্র প্রাত্যহিক নামাযে অঙ্কন করে দেখিয়েছে যেন সেই জুহিক নামায আধ্যাত্মিক নামাযে পর্যবসিত হয় বা আধ্যাত্মিক নামাযে নিয়ে যাওয়ার কারণ হয়। অতএব, এটি সেই অবস্থা যা আমাদের নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে যেন দোয়া গৃহীত হবার দৃশ্য আমরা অবলোকন করি। রমযানের রোযার পাশাপাশি ইবাদতের প্রকৃত তত্ত্ব ও মর্মও যেন আমরা বুঝি আর দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃশ্যও যেন আমরা দেখি। যদি দোয়া কবুলিয়তে কোথাও ঘাটতি থাকে তাহলে মূলত আমাদের মাঝেই ত্রুটি রয়েছে। খোদা তা'লার কথা কখনো ভুল হতে পারে না। নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য এ দিনগুলোতে বিশেষভাবে আমাদের দোয়া করা উচিত। আল্লাহ তা'লা যিনি প্রথম থেকেই নিজ বান্দাদের অতি নিকটে রয়েছেন তাই এদিনগুলোতে আরো নিকটে চলে এসেছেন। নিজেদের ফরজ ইবাদতসমূহ এবং নিজেদের নফল ইবাদতসমূহে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'লার সমীপে ঝুঁকা উচিত।

হযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তাঁর প্রকৃত বান্দা বানিয়ে স্বীয় রহমত ও মাগফেরাতের চাদরে আবৃত করে নিন এবং এই মাস হতে আমরা যেন কল্যাণ লাভকারী হই। এদিনগুলোতে বিশেষভাবে জামাতের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ তা'লা যেন আহমদীয়তের শত্রুদের সৃষ্ট অনিষ্টে তাদেরই ক্লিষ্ট করেন এবং যেখানে যেখানে জামাতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে আল্লাহ তা'লা যেন সেখানে তাদের ষড়যন্ত্র এবং তাদের পরিকল্পনা তাদেরই মুখে ছুঁড়ে মারেন। (দোয়া করুন) যুগ ইমামকে যেন তারা গ্রহণ করতে পারে। বিশ্বের সার্বিক অবস্থার জন্যও দোয়া করুন, খুব দ্রুত এটি অনেক বড় ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'লা বিশ্ববাসীকে সুমতি দিন, এরা যেন খোদা তা'লাকে চিনতে পারে আর যেন এই ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়।

পরিশেষে হযুর (আইঃ) মরহুম ডাক্তার তাহের আজিজ আহমদ সাহেব, পিতা ইসলামাবাদের মরহুম ইরশাদুল্লাহ ভাট্টা সাহেব। এবং মরহুম ডাক্তার ইফতেখার আহমদ সাহেব, পিতা আমেরিকার মরহুম ডাক্তার খাঁজা নাজির আহমদ সাহেব। স্মৃতিচারণ করেন এবং নামায জুম্মা শেষে গায়েব নামায জানাযার এলান করেন।

BOOK POST PRINTED MATTER	To	
Bangla Khulasa Khutba Jumma Huzoor Anwar (ATBA) 10 May 2019		
www.mta.tv www.alislam.org www.ahmadiyyabangla.org		
From : Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B		